*তথ্যবিবরণী নম্বর-*৩০১৯

***আওয়ামী লীগ*  নেতা *আ ন ম* শফিকুলহকের *মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক***

ঢাকা, *৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট, ২০১৯):*

সিলেট জেলা *আওয়ামী* লীগের সাবেক *সভাপতি আ ন ম* শফিকুল হকের *মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছেনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ.* কে. *আব্দুল* মোমেন।

পবিত্র মদিনা *নগরীতে অবস্থানরত পররাষ্ট্রমন্ত্রী* আজ *এক শোক*বার্তায় বলেন, *আ ন ম* শফিকুল হকের  *মৃত্যুতে* সিলেট *আওয়ামী লীগ একজন মহান* নেতাকে *হারালো। দৃঢ়*চিত্তের *এই* নেতা ছিলেন *একজন দক্ষ সংগঠক, আওয়ামী* লীগের *দুঃস*ময়ের *কা*ণ্ডা*রী।* বর্ষীয়ান *রাজনী*তিবিদ শফিকুল হকের *মৃত্যুতে* সিলেটের রাজনৈতিকঅঙ্গনে অপূরণীয় *ক্ষতি হলো।*

*ড.* মোমেন মরহুমের *শোকসন্তপ্ত* পরিবার ও রাজনৈতিক অনুসারীদের *প্রতি গভীর* সমবেদনা জানান *এবং* মরহুমের বিদেহী *আত্মার* মাগফেরাত কামনা করেন।

*#*

তৌহিদুল*/*নাইচ/সঞ্জীব/বিপু/২০১৯/২২০০ঘণ্টা

*তথ্যবিবরণী নম্বর-*৩০১৮

***প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চায়***

***- পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী***

*রাজশাহী, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট, ২০১৯):*

*পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শা*হ্*রিয়ার আলম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চায়। তিনি বলেন, ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারিকরণ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেছেন।*

*প্রতিমন্ত্রী আজ বাঘা উপজেলার আড়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারতলা বিশিষ্ট নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে একথা বলেন।*

*ভবনটি প্রায় ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে।*

*পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল মানুষের চাহিদা মোতাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন উন্নয়ন করে যাচ্ছেন। শিশুরা যাতে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সরকার সেলক্ষ্যেই কাজ করছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার সরকার প্রকৃত অসহায় মানুষের ন্যায্য পাওনা তাদের দোরগোড়ায় সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। এ সরকার প্রাম পর্যায়ে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে এবং তার সুফল জনগণ ভোগ করছে। বাঘা চারঘাট উপজেলায় কোন রাস্তা কাঁচা নেই। প্রতিমন্ত্রী আড়পাড়া বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংঘের জন্য এক লাখ টাকার অনুদান ঘোষণা করেন। তিনি আড়পাড়া হাইস্কুলের নতুন ভবন নির্মাণেরও আ*শ্বাস *দেন।*

*আড়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আলহা*জ্ব *মো. বেল্লাল উ*দ্দিনের *সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবিএম ছানোয়ার হোসেন, এলজিআরডির ইঞ্জিনিয়ার রতন কুমার, আড়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আইরিন পারভীন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জিল্লুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ ও অ*ঙ্গ*সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।*

*#*

*হালিম/*নাইচ/সঞ্জীব/বিপু/২০১৯/২০২০ঘণ্টা

*তথ্যবিবরণী নম্বর :* ৩০১৭

**ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেকটাই কমে গেছে**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

*ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :*

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নির্দেশনা, সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে ডেঙ্গুর প্রকোপ আগের চেয়ে অনেকটাই কমে গেছে। আবহাওয়া ও সচেতনতার ওপর ডেঙ্গুর প্রকোপ তথা প্রাদুর্ভাব নির্ভর করে। জনগণ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হওয়ার ফলে এবার ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের কোরবানির পশুর বর্জ্য সঠিক নিয়মে অতি দ্রুত অপসারণ করা গেছে। এ দেশের জনগণ তথা সরকার সুদূর অতীতকাল থেকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অভ্যস্ত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লড়াই করতে করতেই এদেশ স্বাধীন হয়েছে। সুতরাং ডেঙ্গুসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা জিতব ও সফল হব।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে রাজধানীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে ঈদুল আজহা পালন উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ঢাকাবাসী আয়োজিত ‘ঈদ র‌্যালি’ উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, আনন্দ র‌্যালি ঢাকাবাসীর অন্যতম ঐতিহ্যবাহী আনন্দ উৎসব। এটি প্রতিবছর খুব জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদ্যাপিত হয়ে থাকে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে ঢাকায় বসবাস করলেও এ প্রথম ঈদ আনন্দ র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত মনে করছি। প্রতিমন্ত্রী এ সময় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে ঢাকাবাসী সংগঠনকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

ঢাকাবাসী সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক সচিব ইনাম আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন  ঢাকাবাসী সংগঠনের উপদেষ্টা নাগিনা চৌধুরী ও হাজী আব্দুস সালাম, ঢাকাবাসী সংগঠনের মহাসচিব শেখ খোদাবকস এবং মহানগর কমিটির আহ্বায়ক লুৎফুর আহসান বাবু।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকাবাসী সংগঠনের সভাপতি এবং ঈদ আনন্দ র‌্যালি উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক মো. শুকুর সালেক।  ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন খুরশিদ আলম।

উল্লেখ্য, এবারের ঈদ আনন্দ র‌্যালির স্লোগান হচ্ছে ‘ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতন হোন’।

#

ফয়সল/নাইচ/সঞ্জীব/বিপু/২০১৯/১৯২০ ঘণ্টা

*তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০*১৬

টেলিযোগাযোগ *মন্ত্রীর সাথে জা*পানের *আ*জিক্কি গ্রুপের প্রেসিডেন্টের *সাক্ষাৎ*

**বাংলাদেশ জাপানের শ্রমবাজারের সুযোগ কাজে লাগাবে**

***-* টেলিযোগাযোগ *মন্ত্রী***

*ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :*

*জাপানে ১৪টি* ক্যাটেগরিতে *দক্ষ* কর্মীদের *জন্য* কর্মসংস্থানের বিশাল *এক বাজার* রয়েছে। *উপযুক্ত প্রশক্ষিণ* দিয়ে *দক্ষ জনশক্তি* তৈরির *মাধ্যমে* বাংলাদেশভবিষ্যতে *এ সুযোগ কাজে* লাগাবে। বাংলাদেশ *সফররত* জাপানেরআজিক্কি গ্রুপের এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট আউমু তাকাসি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সাথে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎকালে একথা বলেন।

বৈঠককালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জানান, জাপানের চাহিদা অনুযায়ী ১৪টি ক্যাটেগরির প্রতিটিতে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার জাপানে কর্মসংস্থানের সুযোগ কাজে লাগাতে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন টেলিকম ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট ও ৪টি পোস্টাল একাডেমিকে জাপানের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য কাজে লাগানো সম্ভব। তিনি বলেন, জাপান বাংলাদেশের পরীক্ষিত এক বন্ধু। জাপানের জনগণের অনুকরণীয় জীবনযাপন এবং আচরণ বাংলাদেশের কর্মীদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় এবং জাপান অত্যন্ত উপযোগী কর্মক্ষেত্র। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণের সিলেবাস বা কারিকুলাম পেলে দক্ষ জনবল তৈরি করার দায়িত্ব আমাদের। দেশে ৬৫টি ল্যাবে জাপানি ভাষাসহ ৯টি ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

মি. আউমু তাকাসি জানান, জাপানে বর্তমানে কেয়ার ওয়ার্কার, বিল্ডিং ক্লিনিং ম্যানেজমেন্ট, মেশিন পার্টস এন্ড টুলিং ইন্ডাস্ট্রিজ, ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইনফরমেশন এন্ডাস্ট্রি, কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি, শিপ বিল্ডিং এন্ড শিপ মেশিনারিজ ইন্ডাস্ট্রি, অটোমোবাইল রিপেয়ার ইন্ডাস্ট্রি, এডিয়েশনস ইন্ডাস্ট্রি, একমোডেশন এন্ডাস্ট্রি, এগ্রিকালচার, ফিশারিজ, ফুড এন্ড বেভারেজ এবং ফুড সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রিতে ৩ লাখ ৪০ হাজার কর্র্মীর চাহিদা রয়েছে। লাইসেন্স প্রাপ্ত ৯টি জাপানি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৯টি দেশ থেকে এই সকল কর্মী নিয়োগ করা হবে। ৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে সরকার বাংলাদেশকে এই তালিকায় যুক্ত করার জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে টেকনোগ্রাম লিমিটেডের সিইও একেএম আহমেদুল ইসলাম বাবু এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

*#*

শেফায়েত/নাইচ/সঞ্জীব/বিপু/২০১৯/১৮০০ ঘণ্টা

*তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০*১৫

**টিভিতে বিদেশি চ্যানেলের অনুষ্ঠান, ডাবিংকৃত সিরিয়াল ও**

**সেন্সরবিহীন চলচ্চিত্র অনুমতি ছাড়া প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা**

*ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :*

*যথাযথ অনুমতি না নিয়ে কোন কোন টিভি চ্যানেল বিদে*শি *চ্যানেলের অনুষ্ঠান,* বিদেশি সিরিয়াল, ডাবিংকৃত বিদেশি সিরিয়াল *বা সেন্সরবিহীন সিনেমা সম্প্রচার বা প্রদর্শন করছে বলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।*

*এ ধরনের সম্প্রচার বা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আইন ও বিধি যথাযথ অনুসরণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে* আজ এক পত্রের মাধ্যমে *সকল টেলিভিশন চ্যানেলকে অনুরোধ করা হয়েছে।*

*ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন এর ১৯(১৪) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের দর্শকদের* উদ্দেশে *বিদেশি চ্যানেলের কোন অনুষ্ঠান, বিদেশি সিরিয়াল, ডাবিংকৃত বিদেশি সিরিয়াল ইত্যাদি সম্প্রচার বা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিনা অনুমতিতে এরূপ প্রদর্শন ও সম্প্রচার আইন বহি*র্ভূত।

*এছাড়া, বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সিনেমা সম্প্রচারের জন্য রপ্তানী নীতি ২০১৮-২০২১ অনুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ এবং* The Censorship Films Act *অনুসারে সেন্সর সনদ নে*ও*য়া প্রয়োজন।*

*#*

*সুলতানা/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/*নাইচ/*রবি/কুতুব/২০১৯/ ১৬৫০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০১৪

**সমুদ্রবন্দরে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত অব্যাহত**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :

উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের ওপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের আজ দুপুর ১.৩০ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এ তথ্য পাওয়া গেছে।

আজ ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি:মি: বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে ভারি বর্ষণ হতে পারে।

সরকার গত ১ জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত বন্যাদুর্গত বিভিন্ন জেলায় ২৮ হাজার ৬৫০ মে. টন চাল, ৪ কোটি ৯৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা, ১ লাখ ১৮ হাজার কার্টন শুকনা খাবার, ৮ হাজার ৫০০ সেট তাঁবু, ৫৪ হাজার ৭০০ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণে ১৬ কোটি ৪১ লাখ টাকা, শিশুখাদ্য ক্রয়ে ১৮ লাখ টাকা এবং গোখাদ্য ক্রয়ে ২৪ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে।

#

কাদের/**অনসূয়া/পরীক্ষিৎ**/রবি/**আসমা**/**২০১৯**/**১৬২০** **ঘণ্টা**

**তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০১৩**

কাঁচাচামড়া ক্রয় দ্রুত শুরু করবে ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশেন

**ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :**

**বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে নির্ধারিত মূল্যে কাঁচাচামড়া ক্রয় দ্রুত শুরু করবে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশেন । কাঁচাচামড়ার গুনাগুন যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য স্থানীয়ভাবে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে চামড়া সংরক্ষণের জন্য চামড়া ব্যবসায়ী এবং সংরক্ষণকারীদের প্রতি আগেই অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ইতোমধ্যে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।**

**বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কাঁচাচামড়া নিয়ে চলমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনকে পূর্ব নির্ধারিত সময় ২০ আগস্টের আগেই জরুরি ভিত্তিতে কাঁচাচামড়া ক্রয় শুরু করার অনুরোধ জানায়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে চলমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন অবিলম্বে কাঁচা চামড়া ক্রয় শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।**

**#**

**লতিফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৬২০ ঘণ্টা**

**তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০১২**

**দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি**

**ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :**

**গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে নতুন ১** হাজার **৮৮০ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, যার মধ্যে ঢাকায় ৭৫৫ জন এবং ঢাকার বাইরে ১** হাজার **১২৫ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে।**

**সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সারাদেশের হাসপাতালে ভর্তিকৃত ডেঙ্গুরোগী আছেন ৭** হাজার **৮৬৯ জন, যার মধ্যে ঢাকায় ৪** হাজার **১৪৩ জন। গত জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত হাসপাতালগুলো থেকে ৩৮** হাজার **৪৪২ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন যার মধ্যে মোট ৪৬** হাজার **৩৫১ জন ভর্তিকৃত ছিলেন।** এ যাবত **ডেঙ্গু রোগে মারা গেছেন ৪০ জন।**

**পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শেষ তিন দিনে ভর্তিকৃত ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা গত ৭ আগস্ট ছিল ২৪২৮ জন, ৮ আগস্ট ২৩২৬ জন,৯ আগস্ট ২০০২ জন,১০ আগস্ট ২১৭৬ জন, ১১ আগস্ট ২৩৩৪ জন, ১২ আগস্ট ২০৯৩ জন, গতকাল ১৩ আগস্ট ১২০০ জন এবং আজ ছিল ১৮৮০ জন।**

#

**মাইদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ**/**রবি**/**আসমা/২০১৯**/**১৬০০** **ঘণ্টা**

**তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০১১**

বস্ত্র**খাতে অচিরেই বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষস্থানে যাবে**

ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে বস্ত্রমন্ত্রী

**ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :**

**বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের প্রধানদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।**

**মন্ত্রী এসময় কর্মকর্তাদের পাটের হারানো ঐতিহ্য ও গৌরব ফিরিয়ে আনতে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান । বস্ত্রখাতকে সকল ধরনের নীতিগত সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, বস্ত্রখাতে বাংলাদেশ অচিরেই বিশ্বে শীর্ষস্থান অর্জন করবে। সেলক্ষ্যে, সরকার সময়োপযোগী নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।**

**মন্ত্রী জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির প্রস্তুতি সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাছে খোঁজখবর নেন।**

**এসময় বস্ত্র ও পাট সচিব রীনা পারভীন, বিজেএমসি’র চেয়ারম্যান শাহ মোঃ নাসিম, পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ শামসুল আলম, বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দিলীপ কুমার সাহাসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।**

**#**

**সৈকত/অনসূয়া/রবি/আসমা/২০১৯**/**১৫২০ ঘণ্টা**

**তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০১০**

বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষিকীতে ডিএফপিতে পক্ষকালব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী

**ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :**

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে তথ্য ভবনে পক্ষকালব্যাপী এক আলোকচিত্র প্রদর্শনী চলছে।**

**দেশে ও বিদেশে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিকের ওপর গৃহীত একশ’র বেশি আলোকচিত্র প্রদর্শ**নীতে **স্থান পেয়েছে।**

**প্রদর্শনীটি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে। তথ্য ভবনে (১২২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা) প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত।**

#

**ইসতাক**/**অনসূয়া/পরীক্ষিৎ**/**রবি**/**আসমা**/**২০১৯**/**১৫০০** **ঘণ্টা**

**তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০৯**

**চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের উপপ্রচার সম্পাদকের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

**ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :**

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের উপপ্রচার সম্পাদক মওলানা নূরুল আফসার চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

এক শোকবার্তায় তথ্যমন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, গতকাল রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আফসার চৌধুরী ইন্তেকাল করেন। মাত্র ৫৫ বছর বয়সী এই প্রয়াত নেতা স্ত্রী, পাঁচ সন্তান ও অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

আকরাম/অনসূয়া/রবি/জসীম/আসমা/২০১৯/১৩৩০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০৮**

জাতীয় শোক দিবসে পতাকা অর্ধনমিতভাবে উত্তোলন করার নিয়ম

**ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :**

**১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবসে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ভবন ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন সমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।**

**সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে পতাকাটি প্রথমে সোজাভাবে দণ্ডায়মান পতাকা দণ্ডে রশির সাহায্যে পতাকা দণ্ডের মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে। এরপর দণ্ডের মাথা থেকে পতাকার প্রস্থের সমান নিচে নামিয়ে পতাকাটি বাঁধতে হবে।**

**দিনশেষে পতাকাটি যখন নামাতে হবে তখন পতাকাটি আবার দণ্ডের মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে এবং তারপর ধীরে ধীরে নামাতে হবে।**

**পতাকা বিধিতে বলা হয়েছে, পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং সবুজের ভিতরে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার মাপ হবে 10©x6© দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লাল বৃত্ত এবং বৃত্তটি পতাকার দের্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট হবে। ভবনে উত্তোলনের জন্য পতাকার তিন ধরনের মাপ হচ্ছে 10©x6© , 5©x3© এবং 2.5©x1.5।**

**ছেঁড়া বা বিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে না। মানসম্মত কাপড়ে যথানিয়মে তৈরি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে।**

#

**অনসূয়া/রবি/জসীম/সুবর্ণা/আসমা/২০১৯/১০০০ ঘণ্টা**

Handout Number : 3007

**Prime Minister's message on the National Mourning Day**

Dhaka, 14 August :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the National Mourning Day on 15th August :

"The 15th August is the National Mourning Day of Bangladesh. On this day in 1975, the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, along with most of his family members, was assassinated brutally.

Eighteen members of his family including Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib, three sons-Captain Sheikh Kamal, Lieutenant Sheikh Jamal and 10-year old Sheikh Russel, two daughters-in-law Sultana Kamal and Rosy Jamal, brother Sheikh Naser, peasant leader Abdur Rab Serniabat, youth leader Sheikh Fazlul Haq Moni and his wife Arzu Moni, Baby Serniabat, Sukanta Babu, Arif and Abdul Nayeem Khan Rintu, among others, were also killed on that fateful night. Bangabandhu's Military Secretary Brigadier General Jamil was also killed. Several members of a family in the capital's Mohammadpur area were also killed by artillery shells fired by the killers on the same day.

On this day, I pray to the Almighty Allah for the salvation of the departed souls of the Father of the Nation and all other martyrs of the 15th August.

Under the dynamic, courageous and charismatic leadership of Bangabandhu, the Bangalee nation snatched the shining sun of Independence breaking away the chain of subordination. The Bangalee got an independent sovereign country, its own flag and national anthem.

The anti-liberation clique killed Bangabandhu at a time when he had engaged in the struggle to building a Golden Bangla along with the whole nation by reconstructing the war-ravaged country. Through the killing of Bangabandhu, the defeated forces of the Liberation War made abortive attempts to ruin the tradition, culture and advancement of the Bangalee Nation. The aim of the killers was to break the state structure of secular democratic Bangladesh and foil our hard-earned independence.

The anti-liberation forces involved in the carnage initiated the politics of killing, coup and conspiracy right after the 15th August 1975. They also blocked the way of the trial of Bangabandhu murder by promulgating indemnity ordinance.

Ziaur Rahman illegally took over the state power and promulgated Martial Law by desecrating the democracy and suspending the Constitution. He rewarded the killers of the Father of the Nation and gave them jobs at the Bangladesh missions abroad. Zia gave the anti-liberation-war criminals nationality, make them partners in the state power and rehabilitated them politically and socially. The subsequent governments of BNP-Jamaat alliance had followed the same path.

Contd/2

-2-

Winning the general elections on 12th June 1996, Bangladesh Awami League assumed state power after 21 years. A new horizon of socio-economic development in the country was started in this 5-year overcoming the obstacles of the past. This period (1996-2001) was a 'golden era' for the people of Bangladesh. We had initiated the trial of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman killing case. But after coming to power in 2001, BNP-Jamaat alliance government stopped the trial of the Father of the Nation murder case.

The people of the country made Awami League victorious again in the Ninth Parliamentary elections on 29-December 2008. Overcoming the stalemate left by the previous BNP-Jamaat government and global economic recession, we have put the country on firm economic footing. Rejecting BNP-Jamaat's conspiracy to foil the general elections on 5 January 2014, people upheld the constitutional continuation by casting their votes. Winning the elections, Bangladesh Awami League kept development advancement of the country continued.

During the last ten and a half years, we have achieved desired advancement in every sector. Bangladesh is now a 'role model' of socio-economic development in the world. Bangladesh has attained the status of a developing nation. We have launched Bangabandhu satellite-1 in the space. We will turn Bangladesh into a middle-income country before 2021 and a developed one by 2041, InshaAllah.

We have executed the verdict of the Bangabandhu killing case. The trial of the killers of four national leaders has been completed. The verdicts of the cases against war criminals of 1971 are being executed. Our government is following 'zero tolerance' policy to uproot militancy-terrorism. The path of grabbing state power unconstitutionally has been stopped through the 15th amendment to the Constitution. We have to remain prepared to resist any ill-attempt by the anti-liberatibn-fundamentalist quarters and, anti-development and anti-democracy forces.

The killers were able to assassinate Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahraan but they could not kill his dreams and ideals. Let's turn the grief of the loss of Bangabandhu into strength, engage ourselves in building a non-communal, hunger-poverty free prosperous Bangladesh by upholding Bangabandhu's philosophy and establish a Golden Bangladesh as dreamt by the Father of the Nation. This should be our solemn pledge on this National Mourning Day.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Anasuya/Zashim/Asma/2019/1100 hours

**তথ্যবিবরণী নম্বর :** ৩০০৬

জাতীয় শোক দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

**ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :**

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :**

**“১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে বর্বরভাবে হত্যা করে।**

**জাতির পিতার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, দশ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়া**বা**ত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকেও ঘৃণ্য ঘাতকরা এ দিনে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিলও নিহত হন। ঘাতকদের কামানের গোলার আঘাতে মোহাম্মদপুরে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজনও হতাহত হন।**

**জাতীয় শোক দিবসে আমি মহান আল্লাহ্তায়ালার দরবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।**

**জাতির পিতার দূরদর্শী, সাহসী এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সংগীত।**

**সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র তাঁকে হত্যা করে। এই হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। ঘাতকদের উদ্দেশ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করা। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের** **সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ’৭৫ এর ১৫ আগস্টের পর থেকেই হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। তারা ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথও বন্ধ করে দেয়।**

**জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে মার্শাল ল’ জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে। বিদেশে দূতাবাসে চাকুরি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করে। পরবর্তী বিএনপি-জামাত সরকারও একই পথ অনুসরণ করে।**

**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠন করে। অতীতের জঞ্জাল সরিয়ে এই ৫ বছরে দেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নের এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। বাংলাদেশের মানুষের জন্য এ সময়টা ছিল একটি স্বর্ণযুগ। আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিচার শুরু করি। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে জাতির পিতা হত্যার বিচার কাজ বন্ধ করে দেয়।**

**দেশের জনগণ ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রেখে যাওয়া অচলাবস্থা এবং বিশ্বমন্দা কাটিয়ে আমরা দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি-জামাত জোটের নির্বাচন বানচালের পায়তারাকে জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে ভোট দিয়ে দেশের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। আবারও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে।**

**চলমান পাতা/২**

**-২-**

**গত সাড়ে ১০ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ‘রোল মডেল’। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।**

**আমরা সপরিবারে জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করছে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ বন্ধ হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্র বিরোধী চক্রের যে কোনো অপতৎপরতা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সকলের প্রস্তুত থাকতে হবে।**

**ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। আসুন, আমরা জাতির পিতা হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করি। তাঁর ত্যাগ এবং তিতিক্ষার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনাদর্শ ধারণ করে সবাই মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। জাতীয় শোক দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”**

#

**ইমরুল/অনসূয়া/জসীম**/**আসমা/২০১৯/১১০০ ঘণ্টা**

Handout Number : 3005

**President's message on the National Mourning Day**

Dhaka, 14 August :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the National Mourning Day on 15th August :

"Today is National Mourning Day and the 44th martyrdom anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this day in 1975, the greatest Bangali of all time and Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with his wife, sons, daughters-in-law and near and dear ones embraced martyrdom. With heavy heart, I pay my deep homage to them and pray to the Almighty Allah for the salvation of the departed souls on this Mourning Day.

The 15th August 1975 is regarded as a disgraceful chapter in the history of the Bangali. On this fateful night, the undisputed leader and Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was brutally assassinated at his Dhanmondi residence by a group of killers with the connivance of anti-liberation forces. His wife Sheikh Fazilatunnessa Mujib, sons namely Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russel, and some near and dear ones were also assassinated along with Bangabandhu. This barbarous occurrence was rare not only in the history of Bangladesh but also in the history of the world.

Bangabandhu was a visionary leader and the prime mover of independence. He led the nation at every struggle and democratic movement including the historic Language Movement in 1952, Juktafront Election in 1954, movement against Martial Law in 1958, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970 which all were directed towards attaining the right to self-determination. Bangabandhu never compromised on the question of the rights of our people. He upheld the interest of Bangali and Bangladesh even at the gallows. Crossing manifold acclivities and declivities and ignoring the blood-shot eyes of the then Pakistani rulers, this great leader uttered at the historic address delivered on 07 March in 1971 before a mammoth gathering at the then Race Course Maidan, “The struggle this time is a struggle for emancipation, the struggle this time is a struggle for independence" which was, in fact, the true charter of our independence. In line with this speech he finally declared country’s independence on March 26, 1971 and the Bangali achieved ultimate victory through a nine-month-long armed struggle under his able leadership. For his outstanding contributions, Bangabandhu and Bangladesh thus emerged as a unique symbol to the people of Bangladesh. Though the assassins killed Father of the Nation, they could not wipe out the principle and ideals of this great man. I am confident that the name and fame of Father of the Nation will remain ever shining in the mind of millions of Bangalis so long as the country and its people will stay alive.

Contd....2

-2-

Bangabandhu, throughout his life, struggled for independence along with people's economic emancipation. He dreamt of building 'Sonar Bangla' (Golden Bangla) free from hunger and poverty. Therefore, it is our utmost responsibility to build our country a happy and prosperous one by completing the unfinished task of Bangabandhu and in this way we can pay our deep tribute to the immortal soul of the soil. The birth centenary of Bangabandhu and the Golden Jubilee celebration of our independence will be held on 2020 and 2021 respectively. I call upon my fellow countrymen to observe these two important occasions in a colourful and a befitting manner. I hope our new generation will be able to know about the contributions of Bangabandhu and the true history of our independence and they will devote themselves for the sake of country and nation.

The Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, daughter of Bangabandhu, has set `Vision 2021' and `Vision 2041' in order to transform Bangladesh into a prosperous and developed country. I urge the countrymen irrespective of party affiliation to materialize the programme by putting united and continued support.

On the National Mourning Day, let us translate our grief into strength and devote ourselves to build 'Sonar Bangla' as dreamt by the Father of the Nation.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Anasuya/Zashim/Asma/2019/1100 hours

**তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০৪**

জাতীয় শোক দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী

**ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :**

**রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :**

**“আজ জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের এদিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়গণ শাহাদত বরণ করেন। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।**

**বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এক কলঙ্কিত অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান শহিদ হন। একই সাথে শহিদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ অনেক নিকট আত্মীয়। এ নৃশংস ঘটনা কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল।**

**বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ৬৬ এর ৬-দফা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপোশ করেননি। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। দীর্ঘ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই মহান নেতা ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।**

**বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ‘সোনার বাংলা’ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই আমাদের দায়িত্ব হবে জ্ঞানগরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। তাহলেই আমরা চিরঞ্জীব এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো। ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে। এ দুটি জাতীয় অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। আমি মনে করি এ দু’টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে এবং দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিজেদেরকে নিবেদিত করতে পারবে।**

**বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘রূপকল্প-২০২১’ ও ‘রূপকল্প-২০৪১’ ঘোষণা করেছেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি দলমতনির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।**

**আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আত্মনিয়োগ করি।**

**খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”**

**#**

**আজাদ/অনসূয়া/রবি**/**জসীম/আসমা/২০১৯/১১০০ ঘণ্টা**